দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 30-JUN 1991..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষা বনাম সন্ত্রাস

আবু নঈম খান

বিশ্ববিদ্যালয়। উপমহাদেশের
তম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। একটি
বময় ইতিহাস— যার প্রতিটি ইটের
বাংলার অগণিত সূর্যসন্তানের তাজা
লিখা আছে '৫২'র ভাষা আন্দোলন
ক শুরু করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ধরে
-এর স্বৈরাচার উৎখাতের পৃথিবী
াক করা আন্দোলনের গৌরবময় কত
হিনী।

ম্নভাবে বলা যায়— ঢাকা
শ্ববিদ্যালয়। যার আঙ্গিনায়
সংখ্য ছিনতাই থেকে শুরু করে
গণিত প্রতিভাবান ছাত্র খুনের
লাম্নহর্ষক ঘটনা ঘটছে
তিনিয়ত!

ানের মশাল হাতে নিয়ে ক্যাম্পাস
থেকে বেরিয়ে আসছে দেশ ও জাতির
র্ব— বিশ্ববরেণ্য কত শিল্পী, সাহিত্যিক,
কবি, সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিক,
শিক্ষক প্রভৃতি।

ভিন্নভাবে বলা যায়, অজ্ঞানের নৃশংসতা
বুকে নিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে
আসছে দেশ ও জাতির
কলঙ্ক-সমাজধিকৃত কত খুনী, টাউট,
বাটপার, প্রতারক, নেশাখোর, চরিত্রহীন,
মস্তান, সন্ত্রাসী প্রভৃতি!

প্রায় আটাশ হাজার তরুণ-তরুণীর
জ্ঞানাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নামক এই
আলোচিত-সমালোচিত প্রতিষ্ঠানটি।
এখানে যারা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যে
আসে তাদের মধ্যে ধনবানের সংখ্যা
নিতান্ত নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ
ছাত্র-ছাত্রীই মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত
পরিবারের সন্তান। তাদের অভিভাকরা
জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত-জর্জরিত। তবু
সামাজিকতা আর আত্ম-সম্মান রক্ষার্থে
সমস্যা সংকুল। অতীত বা বর্তমান
অতিক্রম করে সোনালী সুখের ভবিষ্যৎ
গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ঐসব
অভিভাবক কত যে কষ্টে ছেলে-মেয়েদের
লেখা-পড়ার ব্যয়ভার বহন করেন তা
বলাই বাহুল্য। এমন কোন অভিভাবকের
সন্তান— যে তার পরিবার ও রাষ্ট্রের
আগামী দিনের কর্ণধার— সে যদি
মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে বিদায় নেয় বা
নারী ঘটিত কারণে তাকে যদি প্রতিপক্ষ
একটি বুলেট খরচ করে জনমের জন্যে
শেষ করে দেয় আর সে খরচ যদি "Bad
news is good news" —সূত্রাকারে
পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয় তাহলে
[illegible]

রাখছে?

আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার প্রাক্কালে প্রত্যেকের হৃদয়েই উচ্চ শিক্ষা লাভের এক দুরন্ত স্পৃহা ক্রিয়াশীল থাকে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর পরই তারা প্রায় সকলেই যে সন্ত্রাসবাদী হয়ে যায় একথা সত্য না হলেও সন্ত্রাসের বিষ তেজস্ক্রিয়তা যে সবার উপর কার্যকরী হয় তা মিথ্যা নয়। ক্যাম্পাসে একটি বোমা ফাটলে তার শব্দ বোমাটি যে ফাটায় শুধুমাত্র সেই জানে না, বরং ক্যাম্পাসের সকল ছাত্র-ছাত্রীই ঐ শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠে— ছুটাছুটি শুরু করে দিগ্বিদিক। সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা সম্পর্কে সবার একই অভিমত যে, ওরা 'গুটিকতক'। সবাই এও বুঝতে পারেন যে— ঐ 'গুটি কতকের' কাছেই গোটা ক্যাম্পাস তথা ক্যাম্পাসের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারী জিম্মি হয়ে আছেন। তাহলে পড়া-লেখা করতে এসে 'গুটিকতক' ছাত্র সন্ত্রাসী হয়ে উঠে কেন এবং কেনই বা দেশে এত আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ থাকা সত্বেও গুটিকতকের কাছে সকলকে জিম্মি হয়ে থাকতে হচ্ছে— তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

এদেশের অনেক বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা [illegible]

সন্ত্রাসবাদের জন্যে দায়ী করা যায়। গোটা জাতি যাদেরকে 'গুটিকতক সন্ত্রাসবাদী' বলে আখ্যায়িত করছে— দেখা যাচ্ছে যে, তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতির জন্যে এ এক লজ্জাস্কর ব্যাপার। 'সন্ত্রাসবাদীরা রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত'— একথা না বলে 'রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে তারা আত্মগোপন করে আছে'— এ কথা বলতে পারলে আমাদের মান-মর্যাদা কিছুটা হলেও রক্ষা পেতো এবং বিবেককে আমরা ফাঁকি দেবার অবকাশ পেতাম। কিন্তু সে পথ আমাদের বন্ধ। কেননা আজ পর্যন্ত ক্যাম্পাসের কোন সন্ত্রাসবাদীকেই সকল রাজনৈতিক জোট ও দল সর্বসম্মতিক্রমে সন্ত্রাসবাদী বলতে পারেননি। এক দলের বিচারে কেউ যদি হয় সন্ত্রাসবাদী, খুনী, গুণ্ডা— অন্য দল তাকে 'সংগ্রামী ছাত্র নেতা' বলে দাবী করে। দু'দিন আগে যে সব খুনী ও গণতন্ত্রের শত্রুকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করা হয়— দু'দিন পরেই ঐসব খুনী ও শত্রু যদি কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে [illegible]

কোন নেতা বা নেত্রী কি নিজের দল থেকে বহিষ্কার করতে পারেন? সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসবাদীদের কোন তালিকা প্রণয়ন করতে পারেন কি? এসব প্রশ্নের উত্তর হিসাবে 'রাজনৈতিক দলগুলোই ক্যাম্পাসের প্রধান সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী'— এ কথাটি কি আমাদের বোধগম্য হয় না?

সন্ত্রাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও দায়ী

এবার দেখা যাক, ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কিভাবে দায়ী। ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ— একথা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। আমার এরূপ সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রতিবাদ যদি কেউ করতে চান তবে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি— মাত্র ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তাটির শাহানশাহী চেম্বারে তাঁরই আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তথা জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাগ্রহ উপস্থিতিতে তাঁরই একজন অতিথিকে • (যিনি জাতীয় পর্যায়ের একজন নেতা এবং জাতীয় সংসদে জনগণের প্রতিনিধি) তাঁরই [illegible]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, এরশাদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিল! কিন্তু ছাত্রদের এই ঐক্য আর নেই। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আজ ভেঙ্গে গেছে। যে ছাত্ররা একটি সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থেকে গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা আজ বহুধা বিভক্ত কেন? সন্ত্রাস ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা কি একটি সরকারের চেয়েও বেশী শক্তিশালী?

পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে
হলসমূহে অস্ত্রধারীদের
পেলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্র
ছাড়া পুলিশ বাহিনীকে বি
আকস্মিক অভিযানের সু
'পুলিশকে হলে প্রবেশ
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনি
অনুমতি নিতে হয়'—
আছে বিধায় প্রশাসনি
নিজেদের জীবনের নির
পুলিশকে হলে প্রবে
প্রদানের পূর্বেই হলে
সন্ত্রাসবাদী অস্ত্রধারীদের
বা বুঝা-পড়া করতে হয়-
করা কি একেবারেই অ
নামসর্বস্ব অসংখ্য ছাত্র
নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়
চিন্তা-ভাবনা করা কি উ
প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে—
সন্ত্রাসের জন্যে বিশ্ববিদ
দায়ী'— কথাটি কি স
বলে বোধগম্য হয় না
আইন-শৃংখলা রক্ষাক
দায়ী ক্যাম্প
শান্তি-শৃংখলা রক্ষাক
উপস্থিতিতেই প্রতিনি
শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ হ
হচ্ছে, লাঠালাঠি বা খা
হচ্ছে— এসব ঘটনা
খবর হিসাবেই কি প্র
এসব ছাপানো হয়?
মোতায়েন করা হয়
জন্যে। কিন্তু দু'দল
শুরু হলে, কয়েকজ
ছাত্রকে মারাত্মক অ
করলে কিংবা সন্ত্রাস
উদ্দেশে ভিসির কা
হলে পুলিশ বাহিনী
ভূমিকা পালন করে
তখন তারা কোন
থেকে অনুমতির
তাদেরকে ক্যাম্পা
অর্থই শান্তি-শৃংখল
জরুরী অবস্থা গ্রহণে
নয় কি? ক্যাম্পাস
সমূলে উৎপাটনের
হলে পুলিশ ব
আইনগত অসুবিধ
তবে তা-কি পুলি
সরকারকে বা বি
জানানো হয়েছে
চাইলে— ক্যাম্প
জন্যে নিয়োজি
শান্তি-শৃংখলা ভ
দায়ী করা যাবে
সরকার দায়িত্ব
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যা
যে কোন দুর্ঘট
কোন অংশে ক
ক্যাম্পাসে স